স্বামীজীর পৈতৃক বাসভিটের অনুকরণে তৈরি প্রদর্শনী কক্ষ।

ঐতিহ্যের নিগড়ে জেলাগুলিকে বাঁধল প্রদর্শনী

অর্ণব নাগ

তখনও শিবিরের উদ্বোধন হয়নি। ১০ জানুয়ারি, বিকেল সাড়ে পাঁচটা। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলি থেকে আসতে শুরু করা যুবকদের শ্রীরামকৃষ্ণের এগারো জন শিষ্যের নামাঙ্কিত নগরের তাঁবুগুলিতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। এখানে সবচেয়ে যেটা দরকার ছিল তা হলো একসূত্রে জেলাগুলিকে বেঁধে ফেলা। বিবেকানন্দ নাম মাহাত্ম্য তো ছিলই, তাছাড়া এ কাজটা অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পন্ন করল প্রদর্শনী। বিভিন্ন জেলার দ্রষ্টব্য স্থান নিয়েই মূলত প্রদর্শনীর আয়োজন। সঙ্গে বাড়তি মাত্রা যোগ করেছিল বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধের (১৯৭১) সময় বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির সেবাকাজ, সমাজসেবা ভারতী, সংস্কৃতভারতী, পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, সীমা জনকল্যাণ সমিতি প্রভৃতি সংগঠনের জনকল্যাণমুখী কর্মসূচীর প্রদর্শনী। বাড়তি পাওনা খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দুত্বের প্রচার ও প্রসারে যে সংগঠনটি নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে সেই হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কিছু অনবদ্য মুহূর্তের প্রদর্শনী উপহার।

প্রদর্শনীটি স্বামীজীর উত্তর কলকাতার সিমলার পৈতৃক জন্মভিটের অনুকরণে তৈরি করা হয়েছিল। এর উদ্বোধনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী বিশ্বময়ানন্দ। এছাড়াও ছিলেন নেতাজী গবেষিকা পূরবী রায়, রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলন গবেষিকা বন্দনা ভট্টাচার্য, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির ক্ষেত্র কার্যবাহিকা মহুয়া ধর। প্রদর্শনী ঘুরে দেখা গেল বঙ্কিমচন্দ্রের বাসগৃহের দাবি ছাড়তে রাজি নয় কোনও জেলাই। তাঁর নিজের শহর নৈহাটি সঙ্ঘের দৃষ্টিতে যে জেলায় অর্থাৎ ব্যারাকপুরে সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক বাড়ির শোলার মডেল তো রয়েছেই উপরন্তু বারাসতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর থাকার সময় এবং হাওড়ার পঞ্চানন তলা রোডে ম্যাজিস্ট্রেট থাকার সময় তাঁর আবাসগৃহটি ওই দুই জেলার প্রদর্শনীতে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্থান পেয়েছে। মায় দক্ষিণ মুর্শিদাবাদে বন্দেমাতলা মন্দির, ভাণ্ডারদহের যে স্থানে বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দেমাতরম' লিখেছিলেন বলে প্রসিদ্ধ তাও ঠাঁই পেয়েছে প্রদর্শনীতে। আন্দামানের মধ্যে হাট-বে জলপ্রপাত, ঝরাটাং-এ মাটির আগ্নেয়গিরি, উত্তর আন্দামানের মায়াবন্দরে অস্টিন ব্রিজ-এর সৌন্দর্য পর্যটনপ্রিয় যুবকদের নিশ্চয়ই ভাল লাগবে। দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলায় ঢুকলে প্রথমেই নজর কাড়বে শ্রীগুরুজীর গুরু স্বামী অখণ্ডানন্দের বিশাল চিত্রখানি। আর মুর্শিদাবাদ মানেই যে সারগাছি আশ্রম একথা কে না জানে।

এছাড়াও জিয়াগঞ্জের জৈন মন্দির, কাশিমবাজার বড় ও ছোট রাজবাড়ি ইত্যাদিও শোভা পাচ্ছে সেখানে।

বর্ধমান জেলার প্রদর্শনীতে একদিকে যেমন টাঙানো ছিল ধাত্রীগ্রামের সমুদ্রগড়ের জগৎবিখ্যাত টাঙ্গাইল শাড়ি, অন্যদিকে বর্ধমানের রাজপরিবারের স্মৃতি বিজড়িত নানা দ্রষ্টব্য, যেমন মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর প্রতিষ্ঠিত ১০৮ শিবমন্দির, বর্ধমান মহিলা কলেজ (একদা যা রাজবাড়ি ছিল) ইত্যাদিও ঠাঁই পেয়েছে প্রদর্শনীতে। তবে বিশেষ আকর্ষণ অবশ্যই সিমুলিয়ার দত্তপরিবারের (অর্থাৎ যে পরিবারে স্বামীজীর জন্ম) উৎসস্থল দত্ত দারিয়াটোনের অসম্ভব সুন্দর চিত্র। মেদিনীপুরের প্রদর্শনীতে ঢুকতেই চোখে পড়ে বিদ্যাসাগর ও ক্ষুদিরামের পূর্ণাবয়ব মূর্তি। একদিকে ঐতিহ্যের বনেদিয়ানা অন্যদিকে বিপ্লবের ধ্বজা— এই যুগলবন্দী অনন্যসাধারণ রূপে ধরা দিয়েছিল শিবিরের যুবকদের কাছে। ঋষি রাজনারায়ণের বাসস্থান কিংবা মেদিনীপুরের মাটিতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথের পদার্পণের চিত্রও ছিল যথাযথ। নজর কেড়েছিল মন্দির নগরী পাথরার দৃশ্যাবলী।

অন্যদিকে মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা শহর পরিচিত মন্দির-নগরী হিসেবে। রাজা চন্দ্রকেতু স্থাপিত এই নগরের যাবতীয় বনেদীয়ানার রেশ ধরা দিল প্রদর্শনীতে। পূর্ব মেদিনীপুরের তাম্রলিপ্ত কাঁথির ইতিহাস ও ভূগোল দুই-ই অনবদ্য। একদিকে শংকরপুর, দীঘা, দত্তপুরের মতো পর্যটনকেন্দ্র অন্যদিকে খেজুরিতে ভারতের প্রথম টেলিগ্রাফ ও পোস্ট অফিসের (১৮৫২) ভগ্নাবশেষ কিংবা এগরার রঘুনাথ জীউ মন্দির, সেই সমৃদ্ধ ঐতিহ্যেরই প্রতিফলন। অন্যদিকে সাম্প্রতিক নন্দীগ্রামকে কেন্দ্র করে বিপ্লবীয়ানার সুদীর্ঘ ইতিহাসের প্রতিসরণও লক্ষণীয়।

বীর ভূমি বীরভূমে রয়েছে বেশ কয়েকটি সতীপীঠ। যেমন নলহাটিতে দেবী নলাটেশ্বরী মন্দির, সাঁইথিয়ায় নন্দিকেশ্বরীতলা, লাভপুরে দেবী ফুল্লরা মন্দির, এছাড়া কঙ্কালীতলা ও ঋষি অষ্টাবক্র আরাধিত বক্রেশ্বর শিব মন্দির। এছাড়া তারাপীঠে মা তারার মন্দির, মহারাজা নন্দকুমার পূজিত মহাভদ্র কালীর ভদ্রকালী মন্দির তো আছেই। সেইসঙ্গে গুরুদেবের শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলা, কাঁচমন্দির ইত্যাদি-ই ছিল প্রদর্শনীর মূল্য মাধ্যম। বাঁকুড়ার প্রদর্শনী যেন ঐতিহ্যের যাবতীয় রসটুকু নিংড়ে জেলার সঙ্গে বাকি রাজ্যের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছে। বাঁকুড়ার পাহাড় ও দর্শনীয় স্থান, বরণীয় মানুষ, দেবদেবী ও মন্দির, নদ-নদী, পর্যটনকেন্দ্র, শিল্প ইত্যাদির সম্যক পরিচয় ছিল প্রদর্শনীতে। পুরুলিয়ায় নজর কেড়েছে বেশ কিছু প্রাচীন মূর্তির ছবি। এছাড়া বিভিন্ন নৃত্য, আদ্রার জয়চণ্ডী পাহাড় তো ছিলই। বসিরহাট ও বারাসাত দুটিই অত্যন্ত প্রাচীন স্থান। সুতরাং প্রাচীন বংশের অস্তিত্ব তো থাকবেই। প্রদর্শনীতে তা ফুটিয়ে তোলার যথাসাধ্য চেষ্টা হয়েছে। হাওড়া প্রদর্শনীতে নজর কাড়ে মহেন্দ্রলাল সরকার, শ্রীশচন্দ্র মিত্র, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের ভিটের ও বেলুড়ের পবিত্র মৃত্তিকার উপস্থিতি।

নদীয়া মানেই চৈতন্যদেবের পুণ্যস্থান। সঙ্গে বাড়তি আকর্ষণ কৃষ্ণনগরের সরভাজা ও সরপুরিয়া। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের স্মৃতিধন্য কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি কিংবা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বাড়ি। সবই উঠে এসেছে প্রদর্শনীতে। ব্যারাকপুর নামটা শুনলে প্রথমেই ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের কথাটাই মনে পড়ে। কিন্তু এখানে পাঠকদের জানিয়ে রাখা যাক সঙ্ঘের ব্যারাকপুর জেলার মধ্যে হালিসহরও আছে। আর হালিশহর মানেই তো সাধক রামপ্রসাদের মহিমা-কীর্তন। সবই আছে ব্যারাকপুরের প্রদর্শনীতে।

সুন্দরবন জেলায় নজর কেড়েছে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ও সুভাষচন্দ্র বোসের পৈতৃক ভিটের চিত্র। অন্যদিকে বাসন্তীতে বজবজ জেটি যেখানে স্বামীজী পাশ্চাত্য বিজয়ের পর বাংলায় প্রথম পদার্পণ করেছিলেন তা সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। দেখানো হয়েছে বিবেকানন্দের স্মৃতি বিজড়িত বজবজের পুরনো রেল স্টেশনও। এভাবেই দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলিকে ঐতিহ্যের শক্ত নিগড়ে বাঁধল প্রদর্শনী।

Be Farsighted
Trade with Farsight

ADVANTAGE FARSIGHT

- Pan- India presence having 170+ Offices spread acoross 70+ cities and growing
- Online Banking Gateway
- Online Back Office Integration
- Online Internet Trading
- Tie up with Best in the Industry
- Farsight transforms the Saving into Treasure

Farsight

WE REWARD YOUR INVESTMENTS

Member : NSE, BSE, MCX, NCDEX, SPOT, CDS, DP-NSDL, CDSL

Email at contactus@farsightshares.com www.tradeatzero.com

Equity | Derivatives | Commodities | Online Internet Trading | IPO's & Mutual Funds | DP Services Currency Futures

FARSIGHT SECURITES LTD. Member : NSE (Cash & Derivative), TM & CM, SEBI Regn No. - INB/INF 023-08537-32, Member : BSE (Cash & Derivative), TM & CM, SEBI Regn No.- INB/INF 01-08537-38, FIVE SQUARE AGROGOLD PVT. LTD. Member : NCDEX - FMC ID-NCDEX/TCM/CORP/0185, MCX-FMC ID- MCX/TCM/CORP/0248, DP- NSDL DP ID - IN301766, CDSL : IN12056300

Regd. Office - 17A/55 Triveni Plaza, Gurudwara Road, Karol Bagh, New Delhi - 110005

for Sub-broker queries Contract : +91-9311522003, 011+91-45044444 (30 Lines)

যুব শিবিরে সারিবদ্ধ বইয়ের স্টলের সামনে উৎসাহীদের ভীড়।

যুব শিবিরের বৈচিত্র্যময় ভাণ্ডার

জয়রাম মণ্ডল ॥ বিশাল যুব শিবিরে ১০ হাজার যুবকের হাতে স্বামী বিবেকানন্দ ও সঙ্ঘসাহিত্যসহ প্রাসঙ্গিক সামগ্রী তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ভাণ্ডার ছিল চোখে পড়ার মতো। ভাণ্ডারগুলির নাম ইংরাজি ভাষায় নয়, ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাষায়। যেমন বিবেকানন্দ সাহিত্য ভাণ্ডার, সঙ্ঘ সম্বন্ধীয় বিবেকানন্দ সাহিত্য, সঙ্ঘ সাহিত্য ভাণ্ডার, সংস্কৃত ভারতী, বিবেকানন্দ সামগ্রী, সঙ্ঘ বস্তু ভাণ্ডার, স্বস্তিকা, গীতাপ্রেস, পতঞ্জলি যোগপীঠ সামগ্রী, সমাজ সেবা ভারতী, গোসেবা, শঙ্খনাদ, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি, স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ। ১৫টি সংগঠন তাদের উদ্দেশ্যকে বিভিন্ন সামগ্রীর উপস্থাপনের মাধ্যমে সমাগত যুবকদের প্রেরণা দান করতে সমর্থ হয়েছে।

বিবেকানন্দ সাহিত্য ভাণ্ডার— বিবেকানন্দের উপরে যতরকমের সাহিত্য আছে, তা সাজিয়ে রেখেছিল। আর যুবকেরা তা সংগ্রহও করেছে। সঙ্ঘের সাহিত্যও কম ছিল না। সমস্ত ভাষার জননী সংস্কৃত সামগ্রী সংস্কৃত ভারতী যোগান দিয়েছে। 'সংস্কৃতং বদতু' ছোট পুস্তিকাটির ব্যাপক চাহিদা। সংস্কৃতের চাহিদা বাড়ছে যুবকদের কেনাকাটি দেখে মনে হলো। সঙ্ঘের ইউনিফর্ম বা গণবেশ ছিল আবশ্যিক। তাই স্বাভাবিক ভাবেই সবার চাহিদা মেটাতে হিমসিম খেতে হচ্ছিল সঙ্ঘ বস্তু ভাণ্ডারকে। সম্পূর্ণ জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক স্বস্তিকা তার নিজস্ব ঢঙে নবরূপে সাজিয়ে অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা সবার হাতে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। সারা ভারতে পরিচিত গীতা প্রেস বহু সংখ্যায় অত্যন্ত কমদামে ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের চাহিদা মিটিয়েছে। সংগ্রহের গতি ছিল অতি তীব্র। পতঞ্জলি যোগপীঠের সামগ্রী ছিল খাঁটি। সুলভে সবাই সংগ্রহ করেছে। গোজাত দ্রব্য গোটা উত্তর ভারতে রমরমা। যুব শিবিরে সম্পূর্ণ তেলবিহীন লাঙ্গল (ট্রাক্টর)-এর প্রদর্শন হয়েছে। গোমূত্র, গোবর থেকে ঔষধ ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ কেনার ভিড় কম ছিল না। সমাজ সেবা ভারতী তার নিজস্ব উৎপাদিত দ্রব্য যেমন পাঁপড়, বড়ি ইত্যাদি বেশ ভালই বিক্রি হয়েছে। সঙ্ঘের প্রচার বিভাগ বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্র নিত্য সংবাদ পরিবেশন করতে যে সমর্থ তার প্রমাণ হিসাবে তিনদিনই পর পর তিনটি রঙিন 'শঙ্খনাদ' প্রকাশ করে সবার হাতে তুলে দিয়েছে। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ অনুপ্রবেশ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ধরনের ক্যাসেট দেখানোর সুযোগ করে দিয়েছিল। মাতৃজাতির প্রেরণার ভাণ্ডার রাষ্ট্রসেবিকা সমিতির প্রকাশিত বিভিন্ন মনস্বিনীর জীবনী ছিল চোখে পড়ার মতো। স্বদেশ, সুরক্ষা, স্বধর্ম, সংস্কৃতি সম্পর্কিত প্রচারের ভালোই ব্যবস্থা ছিল। ভাণ্ডারগুলি মানুষের রুচিবোধ তৈরি করতে সক্ষম। এই ভাণ্ডারগুলি না থাকলে শিবির অসম্পূর্ণ বলে মনে হোত।

আমাদের ধর্ম কাহাকেও বাদ দিতে চায় না, উহা সকলকেই নিজের কাছে টানিয়া লইতে চায়। আমাদের জাতিভেদ ও অন্যান্য নিয়মাবলী আপাতত ধর্মের সহিত সংসৃষ্ট বলিয়া বোধ হইলেও বাস্তবিক তাহা নহে। সমগ্র হিন্দু জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য এই সকল নিয়মের আবশ্যক ছিল....

(৫/২৯)

—সৌজন্যে—

দ্যা মাল্টি স্টেট লঘু উদ্যোগ আর্বান
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

Email - jobs.mslub@gmail.com
26/3895, 1st Floor, Regharpura, Kerol Bagh
New Delhi - 110 005
Ph, No. 011-25854286, 09013380318, 9932277768

Limited Seats

Admission Going on for Classroom Programme

Dheyan

An Institute with a difference

Crash Course for **B.A. L.L.B.** Entrance Test

* Updated readymade study Meterial
* Experienced Facility including practicing Advocates
* Regular Mock tests & Model Papers

Centres At :- Howrah * Bardhaman * College Street * Barasat * Kharagpur

Batches starting from :-

February / March - for HS / ISC (12) Pass Out students
April - for appearing students of 2013

 # POSTAL SERVICE also available for outstation students

Contact :- 9831097463 / 9474759899 / 9800260524
E-mail : lets_fight2gether@yahoo.co.in

নিশীথের পটভূমিতে আলোকিত মূলমঞ্চ

পায়ে পায়ে শিবির পরিক্রমা

কুম্ভের পাশাপাশি অন্য এক মহাকুম্ভ

নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রয়াগে কুম্ভের পাশাপশি এও এক মহাকুম্ভ। যেদিকে দৃষ্টি যায় কেবল যুবকদের ভিড়। মহামানুষের মহামিলনের পুণ্যক্ষেত্র হয়ে রইল কল্যাণীর গোশালা ময়দান। রবীন্দ্রনাথের কথায় 'আপনাকে না ভুললে মিলন হয় না'। শিবিরের দশ হাজার যুবক নিজেদের পরিচয় যোগ্যতা ভুলে দুহাতা ভাত আর নিরামিষ সবজী খেয়ে দেশের জন্য উৎসর্গ করলেন নিজের জীবন। ১২ জানুয়ারি সংকল্প গ্রহণ করলেন দেশকে পরম বৈভবশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'দেশে জন্মালেই দেশ আপন হয় না। যতক্ষণ দেশকে না জানি...ততক্ষণ সে দেশ আপনার নয়।' বস্তুত দেশকে জানা এবং সর্বোপরি নিজেকে আবিষ্কার করার ভাবনাতেই বহু যুবকের শিবিরে যোগদান। হুগলির প্রীতম দত্তগুপ্ত নবীন এক ডাক্তার হলেও এই মুহূর্তে দেশ সম্পর্কে নতুন চিন্তা ভাবনার মূল্যায়ন করতে এই শিবিরে এসেছিলেন। মানুষ আপনাকে বিশুদ্ধভাবে আবিষ্কার করে এমন এক কর্মের যোগে যার সঙ্গে সাংসারিক দেনাপাওনার হিসাব নেই। খড়গপুর আই-আই-টির কয়েকজন অধ্যাপক ছুটি নিয়ে শিবিরে এসেছিলেন। প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও তিনদিন ছিলেন। শিবিরে ঘুরেছেন এমাথা

ধ্বজোত্তলন : কেন্দ্রীয় সঙ্ঘস্থানে যন্ত্রসঙ্গীতের সুরলহরীতে।

বিবেক-কুম্ভ স্নান : পরবর্তী কার্যক্রমের আগে স্নান সেরে নেবার তুমুল ব্যস্ততা।

থেকে ওমাথা পর্যন্ত। বস্তুত এই যুব শিবিরে অনেক দিগন্তই উন্মোচিত হয়েছে আমার কাছে। ভোরবেলা উঠে প্রার্থনা, তারপর শিবিরে শিবিরে হানা দিয়ে নানা কাহিনী শোনা এবং যুবক স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে মিশে যাওয়া। তিনদিন হাঁটা আর হাঁটা। যুব শিবিরের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ানো আর গভীর ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়া— এটাই আমার যুব শিবিরের রুটিন। ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে মনে হয়েছে এ এক অন্য মানুষের বৃহদারণ্য।

১৩ই জানুয়ারি সমাপনপর্ব : প্রবল উদ্দীপনাসহ অংশগ্রহণকারী মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা।

এখানে মিলিয়ে যেতে থাকে ব্যক্তিপরিচয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র, অহংকার, হিংসাবিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা। আমি কে তা আর ভেবে দেখতেও ইচ্ছে যায় না। মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত নিম্নবিত্ত, রুচি, পোষাক, আভিজাত্যের পার্থক্য থাকলেও এক অনিবার্য নিয়তি এই বিভিন্ন আমিকে মেশাচ্ছেন এক পাত্রে। মন্থন করছেন। মিশিয়ে দিচ্ছেন— 'যেথায় নিশান্ত যাত্রী আমি, চৈতন্যসাগর তীর্থপথে।'

বিবেকানন্দ যুব শিবিরে হাজির ছিলেন ২৫০০ স্থানের প্রতিনিধি। আজকের অন্ধকারের মধ্যেই আলোর মশাল নিয়ে এসেছেন ৯১১৫ জন শিবিরার্থী। এখানে তারা জেনেছে তিনটি বিষয়। গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য। অর্থাৎ যে গ্রহণ করছে অর্থাৎ জানছে বা দেখছে সেই হলো কর্তা বা গ্রহীতা, যা দিয়ে দেখছে তা গ্রহণ এবং যা দেখছে অর্থাৎ বিষয় তা গ্রাহ্য। এই তিনটিকে যথাযথভাবে জানতে পারলেই আমাদের জ্ঞানের মধ্যে যে ভেজাল অর্থাৎ বোঝার মধ্যে যে ভুল মিশে আছে তা দূর হবে। চেতনার যে আলো মনের আয়নায় এসে পড়েছে তাকে স্বচ্ছ করে ফেলার জন্যই এই যুব শিবির। মনের আয়নার স্বচ্ছ আলো এসে পড়লে উপলব্ধি হবে শুদ্ধ রূপের। স্বামী বিবেকানন্দ এটাই চেয়েছিলেন। অধিকার লাভ করতে গেলেই আমরা পরের কাছে হাত পাতি, কিন্তু নিজের শক্তি, নিজের মনের দিকে তাকাই না। স্বামীজী তাই বলেছিলেন, 'মা আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর করো।' মানুষ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন স্বামীজী। পবিত্রতায়, নিষ্ঠায়, সরলতায় মানুষ দেবতা হয়।

গয়েশপুরের গোশালা ময়দানের প্রায় ১৩৫ একর জমির উপর তৈরি হয়েছিল ১২টি অস্থায়ী যুব শিবিরের আবাস ব্যবস্থা। ১২০০ তাঁবুর এক অস্থায়ী মহানগর। বারোটি নগরের মধ্যে দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার স্বয়ংসেবকরা ছিল স্বামী অখণ্ডানন্দ নগরে, উত্তর বীরভূম ও দক্ষিণ বীরভূম ছিল স্বামী বিজ্ঞানানন্দ নগরে, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নগরে ছিল বর্ধমান কাটোয়া ও আসানসোল জেলা। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার প্রতিনিধিরা ছিলেন স্বামী অভেদানন্দ নগরে। মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, কাঁথি তাম্রলিপ্তের প্রতিনিধিরা ছিলেন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ নগরে আর হাওড়া জেলা ও হাওড়া মহানগরের স্বয়ংসেবকরা ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ নগরে। স্বামী প্রেমানন্দ নগরে ছিলেন হুগলী ও তারকেশ্বর জেলার স্বয়ংসেবকরা। ব্যারাকপুর, বারাসত ও বসিরহাটের স্বয়ংসেবকরা ছিলেন স্বামী শিবানন্দ নগরে। সুন্দরবন থেকে আগত স্বযংসেবকরা ছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ নগরে। গঙ্গাসাগর ও বাসন্তী মহকুমার স্বয়ংসেবকদের জন্য ছিল স্বামী সারদানন্দ নগর এবং কলকাতা মহানগর ও আন্দামানের স্বয়ংসেবকদের আবাসের ব্যবস্থা ছিল স্বামী তুরীয়ানন্দ নগরে। কেন্দ্রীয় নগরে অধিকারী কার্যকর্তাদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। এই নগরটি ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নামে চিহ্নিত। প্রতিটি নগরের পিছন দিকে তৈরি হয়েছিল শৌচালয় ও স্নানের ব্যবস্থা। প্রতিটি নগরের জন্য পৃথক ভোজনালয়, কার্যালয়, চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং বৈঠক ও আলোচনার জন্য পৃথক অডিটোরিয়াম।

জলের জন্য ১২টি শ্যালোপাম্প ও ১৬টি টিউবওয়েল বসানো হয়েছিল। বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য ছিল পৃথক ব্যবস্থা। ১ মাস ধরে ১০০ জন স্বয়ংসেবক দিনরাত পরিশ্রম করে পরিসরটিকে বাসযোগ্য করে তুলেছিল। যে কোনও বড় মাঠ মানেই ধুলো। এত মানুষের সমাবেশ যেখানে, সেখানে পায়ে পায়ে ধুলো উড়বেই। শীতের দিনে এই ধুলো হয়তো একটু অসুবিধের, কিন্তু শিবিরে যোগ দেওয়া কেউই ধুলোকে গ্রাহ্য করেনি। ধুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে জল ছড়াবার ব্যবস্থা ছিল। আমাদের আশঙ্কা ছিল, যদি শিবির চলাকালে হঠাৎ বৃষ্টি আসে তাহলে সকলেরই কষ্ট বাড়ত। প্রকৃতি অপ্রসন্ন হননি। ঠাণ্ডার দাপট মেনে নিয়েছি, ধুলোর আস্তরণ একটু কম হওয়ায় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খেলার মাঠ আকর্ষণীয় চেহারা নিয়েছিল। বহু মানুষের মিলন স্থল। শৃঙ্খলা সবকিছুর মধ্যে। রাতে শিবিরে শিবিরে ক্লান্ত শিবিরার্থীরা বিশ্রাম নিচ্ছেন। সেই সময় পাহারা দিয়েছেন সকলের নিশ্চিন্ত বিশ্রামের জন্যে দায়িত্ব সচেতন আড়াইশো স্বয়ংসেবক। সদ্য পিতৃহারা দক্ষিণ বীরভূমের খণ্ড কার্যবাহ আনন্দমোহন ঝা যেমন এসেছেন, ওই জেলারাই সোমনাথ দাস এসেছেন শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে। অসুস্থ শরীর নিয়েও হুগলীজেলার বৈদ্যবাটীর আশিষ ভট্টাচার্য ভোজন বিভাগের দায়িত্ব পালন করেছেন। বাড়ি ফেরার সময় যুবক শিবিরার্থীরা অনেকেই বলছেন এক নতুন স্বপ্ন নিয়ে ফিরছি। দুর্গম পথে দুর্যোগ রাতে আমাদের অভিযান...।

মহাশীতে মহাশিবির টগবগিয়ে ফুটছে

সুন্দর মৌলিক

১২ জানুয়ারি, ২০১৩। সেদিন সকালের তাপমাত্রা ঠিক কত ডিগ্রি ছিল জানি না। তবে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। একটুও ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু অনেক অনুরোধ, উপরোধ ফেরাতে পারিনি। সবারই এক কথা, একবার আসুনই না। দেখেই যান না। ভাবটা এমন যেন গয়েশপুরের গোশালায় সেকেন্ড তাজমহল তৈরি হয়েছে।

তবে একটা কথা আমায় টানছিল। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের এক কর্তা বলেছিলেন, এই বাংলার যুবকরা কতটা শৃঙ্খলাপরায়ণ সেটা অন্তত দেখে যান। সত্যিই বলছি, এই কথাটা কেমন টাচ করে গেল। বাংলার যুবকরা কলেজের অধ্যক্ষকে পেটায়, ফুটবল মাঠে গিয়ে স্টেডিয়াম থেকে বোতল ছোঁড়ে জানি। সেগুলোও অবশ্য শৃঙ্খলারই অঙ্গ। কারণ, শুনেছি তেমনটাই নির্দেশ থাকে। আর জননী রাজনৈতিক দলের শৃঙ্খলাপরায়ণ সৈনিকের মতো তারা সেসব অপকর্ম করে থাকে।

যাই হোক, স্বামীজীর জন্মদিনের সকালে শীতকে উপেক্ষা করে বেরিয়ে পড়া গেল। যেতে হবে অনেকটা পথ। মনে মনে বেশ গর্ব হলো অনেকদিন পর এই প্রবল শীতে সকাল সাতটায় পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত ঢেকে হলেও বেরিয়ে পড়েছি। সকাল সকাল গিয়ে সকাল সকাল ফিরতে হবে। কারণ, সেদিনই তো আবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সরকারি স্বামীজী বার্থ ডে সেলিব্রেশন। টিভিতে লাইভ দেখাবে। সেটা আবার আন্তর্জাতিক যুব উৎসব। ক'দিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দের একটা ডাক নাম দিয়েছেন, 'বিবেক'। মেদিনীপুর শহরে বিবেক যুব উৎসবও হয়েছে। আমি গর্ব বোধ করেছি যে, বাঃ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী স্বামীজীকে সাধারণের কাছাকাছি করে দিলেন। ডাক নামে মা-মাটি-মানুষের আরও কাছে চলে এলেন স্বামীজী। একেবারে পাড়ার ছেলের মতো। তারপরই আবার রাজ্যের এক মন্ত্রী বলেছেন, তাঁদের দল এবার ব্লকে ব্লকে বিবেকানন্দ করবে। পঞ্চায়েত ভোট পর্যন্ত সেই 'বিবেকানন্দ করা' চলবে। এই 'বিবেকানন্দ করা' জিনিসটা কী সত্যি বুঝিনি। তবু মন্ত্রী যখন বলেছেন, তখন নিশ্চিত ভালো কিছুই হবে।

কিন্তু গয়েশপুরে গিয়ে এটা কী দেখলাম! সাত সকালে ঘুম থেকে উঠে বের হওয়ার সব অহঙ্কার নিমেষে গোশালার ধুলোয় মিশে গেল। হাজার হাজার যুবক, দশ-বারো হাজার তো হবেই ওই সকালে তাঁদের স্নান হয়ে গেছে। সবাই ধুতি পাঞ্জাবি পরে মঞ্চের দিকে ছুটছে। দূর থেকে বিশাল মঞ্চ চোখে পড়ছে। চমক ভাঙলো এক স্বেচ্ছাসেবকের কথায়। —নমস্কার। আপনি কোন নগরে যাবেন? আমতা আমতা করে পরিচয়টুকু দিলাম। আতিথেয়তার সঙ্গে তিনিই নিয়ে গেলেন, অতিথি ব্যাচ পরিয়ে দিয়ে বললেন চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। আমি চললাম। আমার চোখ চলল চারিদিকে। দূরে দূরে দেখছি তাঁবু পড়েছে। এটা কি সত্যিই পশ্চিমবঙ্গ! না, বিশ্বাস করা মুশকিল। আমায় চোখ বেঁধে নিয়ে গেল বুঝতেই পারতাম না, এখান থেকে ১০ টাকার অটো চেপে কল্যাণী বা কাঁচড়াপাড়া স্টেশনে যাওয়া যায়। চারদিকে দেখি অসংখ্য সাদা সাদা বিন্দু চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। সঙ্গী জানালেন,— আজকে আমাদের শুভ্র বেশে সম্পত। বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানানো হবে।

সম্পত কী? জানলাম। দেখলাম। মঞ্চ থেকে আসা একটার পর একটা নির্দেশে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছেন স্বয়ংসেবকরা। সেই সারি একটুও এলোমেলো নয়। আর এস এস-এর এমন ছবি আগেও দেখেছি। কিন্তু কীভাবে হয় জানা ছিল না। দেখলাম শুধু নির্দেশ মেনে এতটা শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়া যায়। কিন্তু সত্যিই কী অনুষ্ঠান পরিচালকের নির্দেশ মেনেই সব কিছু! নাকি মনেরও নির্দেশ আছে? নিজেই উত্তর খুঁজলাম। নিশ্চয়ই আছে। এখানে সামরিক নিয়মে ঠিকঠাক পা মেলালে তো ইনক্রিমেন্ট নেই। তবে?

প্রশ্নগুলো রয়েই গেল। প্রশ্নগুলো রয়ে গেল সেই অনুষ্ঠান শেষে ভোজনের জন্য থালা-গ্লাস হাতে লাইন দেওয়া দেখে। প্রশ্ন রয়েই গেল, গোটা সমাবেশ চত্বরের পরিচ্ছন্নতা দেখে। প্রশ্ন রয়েই গেল, ওই শীতে এত যুবকের ধুতি-পাঞ্জাবি দেখে।

আচ্ছা এটা যদি কলকাতারই কোথাও হোত তবে কি মিডিয়া হামলে পড়ত? ভাগ্যিস পড়েনি। তাহলে এই শৃঙ্খলার মধ্যে তো পঞ্চায়েত ভোটের প্রস্তুতি-গন্ধ খোঁজা হোত। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ যেমন মনের আড়ালে রাখতে হয়, তেমন সেই আদর্শ চর্চাও আলোর আড়ালে থাকাই ভালো।

সন্ধ্যা হতেই গোশালায় কুয়াশা নামছে। শীত কামড় বসাচ্ছে। আমি ফিরছি। মাঠের ধুলোয় রীতিমতো শাহি স্নান হয়ে গেছে। পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে সুইচ অন করতেই এক তৃণমূল নেতা বন্ধুর ফোন। উত্তেজিত গলায়,— কোথায় ছিলেন মশাই, ফোন বন্ধ করে? সেই কখন থেকে ফোনে চেষ্টা করে যাচ্ছি। এদিকে তো মারাত্মক ব্যাপার। সল্টলেক স্টেডিয়ামে ফাটাফাটি ব্যাপার। দারুণ প্রোগ্রাম। দেব বিবেকানন্দ সেজেছে। সঙ্গে শুভশ্রী, রাইমা, আবির, কাঞ্চন কে নেই। টিভির সব নায়িকা বিবেকানন্দের পাশে পাশে ঘুরছে। মাঠে পাঁচ হাজার লোক। কোরিওগ্রাফি। হেব্বি হয়েছে। অনেক টাকা খরচ করে আমরা এবার বিবেকানন্দ পালন করলাম। মা-মাটি-মানুষের নামে শপথও হয়েছে। রাজ্যপালের সঙ্গে মিটমাটও হয়ে গেছে। মিস করলেন। দিদি অনুষ্ঠানের নাম দিয়েছেন, 'স্পিরিট অফ ইউথ'।

মনে মনে বললাম, সে আমি সকাল থেকেই দেখেছি।

The Forest Friendly Company
100% NUKSAAN PROOF
HEAT SHIELD
Shields water & termite as well
DURO
DPS/SPIL/MAR12/024
Select DURO products come with a unique Heat shield – a classified heat resistant formula. The result of a dedicated R&D team & their well researched venture, DURO's Heat Shield technology ensures complete fire proof protection. Invest in them. Prevent your dreams from turning to ashes when there is still time.
FSC www.fsc.org FSC® C108194
The mark of responsible forestry
E1
DURO
BLOCK BOARD • PLYWOOD • VENEERS • DOORS
Sarda Plywood Industries Ltd. Website: www.sardaplywood.in | E-mail: info@sardaplywood.com | Toll Free Number: 1800-345-DURO(10am - 6pm Monday-Friday)
OUR BRANDS
Pumaply
ALL WEATHER PROOF PLYWOOD
Durobord
INDIA'S NO.1 BLOCK BOARD
DUROFLEX
PREMIUM FLEXIBLE PLYWOOD
DURODOOR
FLUSH DOOR
NATURE SIGNATURE
PREMIUM VENEERS & PLYWOODS

প্রতিষ্ঠিত নাগরিকদের সঙ্গে আলোচনা সভায় ভাইয়াজী

স্বামীজীর ‘ভিশন’কে ‘মিশন’-এ পরিণত করার কাজ করছে সঙ্ঘ

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ভাইয়াজী।

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ঘড়ির কাঁটা ধরে চলা যুব শিবিরে সমাজে প্রতিষ্ঠিত আমন্ত্রিত নাগরিকদের সঙ্গে সঙ্ঘের সরকার্যবাহ সুরেশ (ভাইয়াজী) যোশীর ছিল আলাপ- আলোচনার একটি কার্যক্রম। ১২ জানুয়ারির দুপুর আড়াইটাতে শিবিরের কেন্দ্রীয় নগরে অনুষ্ঠিত এই কার্যক্রমে সমাজের দু'শোরও বেশি প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। এরা পেশায় কেউ অধ্যাপক, শিক্ষক, কেউ চিকিৎসক, কেউ অ্যাডভোকেট, কেউ প্রযুক্তিবিদ, কেউ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বা শিল্পপতি। ভাইয়াজীর সঙ্গে মঞ্চে ছিলেন পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুল কুমার বিশ্বাস। আলোচনা পর্বের সূচনায় ভাইয়াজী সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এ দেশের কল্যাণের জন্য কোনও কাজ স্বামীজীর চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে আলাদা হতে পারে না। পরিব্রাজক রূপে ভারত পরিক্রমার সময় দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, জাতপাত, আচার-বিচার ইত্যাদি দেখে স্বামীজীর মনে হয়েছিল, দেশটা যেন পাগলা-গারদ। তাই তিনি সব দেবদেবীকে সরিয়ে রেখে আগামী একশো-দুশো বছরের জন্য ভারত জননীকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ভারতীয় চিন্তা-দর্শনে কোনও ত্রুটি নেই, কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে রয়েছে বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি, অসঙ্গতি। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য তিনি বলেছিলেন, গর্বের সঙ্গে বলো আমি হিন্দু। সঙ্ঘ স্বামীজীর এই ভাবনাকে, বিশেষত যুবকদের মধ্যে প্রসারিত করার কাজ করে চলেছে। সংবাদমাধ্যম সঙ্ঘকে কখনও জিমনেসিয়াম, কখনও প্যারা-মিলিটারি, কখনও বা সাম্প্রদায়িক সংগঠন হিসেবে তুলে ধরেছে। বাস্তব ঘটনা হলো সঙ্ঘ স্বামীজীর ‘ভিশন’-কে ‘মিশন’-এ পরিণত করার কাজ করে চলেছে। দেশের সমস্যা বুঝতে পারে এমন ব্যক্তির প্রয়োজন। যাঁরা ‘থিঙ্কিং গ্লোবালি, অ্যাক্ট লোকালি’ করবে। মহামতি চাণক্য বলেছিলেন, বাইরের শত্রুর থেকে দেশের সজ্জন শক্তির নিষ্ক্রিয়তাই বড় বিপদ। ভাইয়াজীর বক্তব্যের শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে একজন প্রশ্ন করেন, সংবাদমাধ্যমের অপপ্রচারের জবাবে সঙ্ঘ কোনও বিকল্প সংবাদপত্র বা বৈদ্যুতিন চ্যানেলের কথা ভাবছে কিনা? প্রত্যুত্তরে শ্রী যোশী বলেন, আজ সংবাদমাধ্যমে বাণিজ্যিকরণ এসে গেছে। তাই সঙ্ঘ অনুকূল সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে আপন আদর্শ প্রকাশ করতে চায়। যেমন, কর্ণাটকের সরকারি চ্যানেল (ডিডি) ‘সহ্যাদ্রি’ সঙ্ঘের সেবা কাজ ইত্যাদি নিয়ে ৫২ পর্ব সিরিয়াল দেখাচ্ছে। অন্য একজন আমন্ত্রিত ভারতে হিন্দু উদ্বাস্তুদের পরিচয়ের সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন করলে শ্রী যোশী বলেন, ভারতে হিন্দুরা শরণার্থী। স্বয়ংসেবকরা বিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন।

মাতৃশক্তির নির্যাতন রোধের ক্ষেত্রে সঙ্ঘের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করলে শ্রী যোশী বলেন, হিন্দুদের মূল্যবোধগুলি রক্ষাই এর স্থায়ী সমাধান। সঙ্ঘ সেই মূল্যবোধগুলির জাগরণের কাজ করে চলেছে। আলোচনাপর্বের শেষে সকলকে চা-পানে আপ্যায়িত করা হয়।

নাগরিকদের একাংশ।

With Best Compliments From

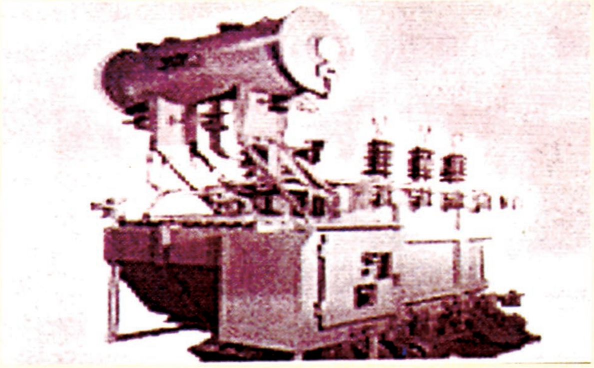

AN ISO-9001 CERTIFIED COMPANY

AN ISO-9001 CERTIFIED COMPANY

EIU

EIU

East India Udyog Limited

145, G. T. Road, Sahibabad
Ghaziabad - 210 005 (UP)
Phone : [0120] 4105890
e-mail : eiulgbd@vsnl.com
eiulgbd@rediffmail.com
URL : www.eastindiaudyog.com

Manufacturers of :
"ETS Make Power & Distribution
Transformers Upto 15 MVA & 33 KV Class

সমাপ্তি অনুষ্ঠানের মঞ্চে (বাঁ দিক থেকে) অতুল বিশ্বাস, রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী, কে কে গাঙ্গুলী, মোহনরাও ভাগবত, স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ, জি মাধবন নায়ার ও নিবেদিতা ভীড়ে।

২৫,০০০-এর উপস্থিতিতে ‘বিবেকানন্দের ভারত’ গড়ার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ১৩ জানুয়ারি বিকেলে কল্যাণী শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের মঞ্চ। সেখান থেকে মাঠে সমবেত স্বয়ংসেবকদের উদ্দেশে নির্দেশ ভেসে এল নির্দেশ— ‘প্রচল’ অর্থাৎ সামূহিক সমতা প্রয়োগ। আগে-পিছে প্যারেডের ভঙ্গিতে ‘মার্চ’ করতে থাকলেন হাজার দশেক যুব স্বয়ংসেবক। এরপর আর কিছু দেখা গেল না। কেননা মাঠে যা হচ্ছে পশ্চিম ভারতে সেটাকেই সম্ভবত ‘আঁধি’ বলে। নিপাট বাংলায় ধূলিঝড়। মাঠে ওইদিনই বিশেষভাবে উপস্থিত বিশিষ্টজন ও মা-বোনেদের হাজারো ঔৎসুক্যকে বাড়িয়ে বিগত তিন দিনে ‘স্বামীজীর ভারত’ গড়ার সংকল্প

বেলুড় মঠের আদলে নির্মিত শিবিরের মূল প্রবেশপথ। এই প্রবেশপথের রক্ষীদের তিনদিনই ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করতে হয়েছে। শিবিরের অন্তিম দিনে উপচে পড়া ভিড়ের চিত্র।

১৩ জানুয়ারি বৈকালিক সমাবেশে মা-বোনেদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি।

এভাবেই মূর্ত হয়ে উঠল পড়ন্ত বিকেলের রোদ্দুরে।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানের মঞ্চে সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত, প্রধান অতিথি হিসেবে ইসরোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা বিশিষ্ট বিজ্ঞানী গোপালন মাধবন নায়ার, বেলুড় বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ ছাড়াও যুবশিবিরের স্বাগত সমিতির সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল কে কে গাঙ্গুলি, সঙ্ঘের ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুলকুমার বিশ্বাস, সহ সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে, অখিল ভারতীয় বৌদ্ধিক প্রমুখ ভাগাইয়াজী ও শারীরিক প্রমুখ অনিল ওক, কার্যকারিণী সদস্য মধুভাই কুলকার্ণী, বিবেকানন্দ কেন্দ্রের সহসঞ্চালিকা নিবেদিতা ভীড়ে প্রমুখ।

স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দের বক্তব্য একান্তই ভাবেই ছিল যুবকদের জন্য উৎসর্গীকৃত। বিবেকানন্দের বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, ‘‘স্বামীজী চেয়েছিলেন ব্রহ্মচর্য অবলম্বনকারী যুবক। তার জন্য দরকার মনঃসংযম, পবিত্রতা ও একাগ্রতা। তোমাদের (যুবশিবিরে উপস্থিত যুবকদের) স্বামীজী পড়তে হবে। সেই অনুযায়ী জীবন গঠন করতে হবে। দেশের ভবিষ্যত হচ্ছো তোমরাই।’’ সরসঙ্ঘচালক শ্রী ভাগবত তাঁর নাতিদীর্ঘ ভাষণে (যে ভাষণটি এই সংখ্যার প্রথমে প্রকাশিত) যুবকদের ‘মাতৃভূমির জন্য কাজ করব’, এই সংকল্প নিয়ে শিবির ছাড়ার আহ্বান জানান। জি মাধবন নায়ার স্বামী বিবেকানন্দকে ‘হিন্দু দর্শনের মহান শিক্ষক’ রূপে অভিহিত করে বলেন, ‘‘স্বামী বিবেকানন্দ আজ থেকে শতবর্ষেরও অধিক সময় পূর্বে যে বিষয়গুলি তুলে ধরেছিলেন আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সমাজ ঠিক সেই জায়গাতেই বিপন্ন বোধ করছে। তাই বিবেকানন্দ এখন আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক। স্বামীজীর সেদিনের বাণীর মধ্যেই আজকের দিনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান লুকিয়ে রয়েছে।’

শিবিরে তিনদিনই অবস্থানকারী কে কে গাঙ্গুলি তাঁর ভাষণে বলেন, ‘‘এই জন্মবর্ষ থেকে ভারতের ইতিহাসে নতুন যুগের সন্ধিক্ষণের সূচনা হলো। স্বামীজীর চিন্তা-ভাবনাকে সম্বল করে আধুনিক ভারতবর্ষ তার রূপ পরিগ্রহ করবে।’’ নিবেদিতা ভীড়ে আগামী এক বছর বিবেকানন্দ কেন্দ্রের বহুমুখী বিভিন্ন কর্মসূচীর উল্লেখ করে তাতে যুবকদের অংশ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘‘একজন যুবকের জীবন কেমন হওয়া উচিত এই প্রশ্ন উঠলে, স্বামীজীর জীবন-ই এর একমাত্র উত্তর। তাই স্বামী বিবেকানন্দ হলেন ভারতীয় যুবকদের চিরন্তন আদর্শ। তাঁর জন্মসার্ধশতবর্ষ পালন করার সুযোগ পাওয়াও একটা বিরাট ব্যাপার। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে।’’

অনুষ্ঠানের শেষদিন অর্থাৎ ১৩ জানুয়ারি মা-বোনেদের নিয়ে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা বাস, গাড়ি ইত্যাদি যানবাহনের মাধ্যমে যুবশিবিরে উপস্থিত হয়েছিলেন। সব মিলিয়ে সেদিন শিবিরে প্রায় হাজার পাঁচিশেক মানুষের সমাগম হয়েছিল। মা-বোনেরা শঙ্খ-উলুধ্বনির মাধ্যমে সরসঙ্ঘচালক ও মাধবন নায়ারকে বরণের আগে অভিনন্দিত করেন।

দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে কল্যাণীর বিবেকানন্দ যুব শিবিরে আসা বাসের খণ্ডচিত্র।

অন্যরকম

তাঁবুর নাম রামায়ণ

এই তাঁবুতে রামচন্দ্র না থাকলেও রামের আদর্শে শিক্ষিত হতে চান তাঁরা। তাঁবুতে ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলার বাবুডুমড়ো উচ্চ বিদ্যালয়ের অভিষেক করণ, রাহুল দণ্ডপাটেরা।

তিনদিনই সংবাদপত্র

না, আনন্দবাজার কিংবা আর কোনও দৈনিক সংবাদপত্র নয়। শিবিরের তিনদিনই যাবতীয় সংবাদ নিয়ে প্রকাশিত হলো ‘শঙ্খনাদ’। আর প্রকাশিত হতেই হট-কেক থুড়ি কচুরি-জিলিপির মতোই উবে গেল তা।

শিবিরের চিকিৎসা বিভাগ

এত বড় শিবিরে চিকিৎসার জন্য নয়জন অভিজ্ঞ ডাক্তার ও দুজন সহযোগী ছিলেন। এই ডাক্তারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডা. সুভাষ সরকার, ডা. সোমরাজ সরকার, ডা. ধ্রুবজ্যোতি সরকার, ডা. লালজী তেওয়ারি, ডা. পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডা. প্রদীপ নেমানী প্রমুখ। শিবিরের চিকিৎসা বিভাগে ছিল ৯টি বেড, সেলাইন, অক্সিজেন।

অন্যরকম

মেলায় অ্যাম্বুলেন্স

শিবিরার্থীরা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে চটজলদি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল অ্যাম্বুলেন্স।

তরুণের স্বপ্ন

বিবেকানন্দ ও ডাক্তারজীর মূর্তির সামনে কাটোয়া ধাত্রীগ্রামের দশম শ্রেণীর ছাত্র সদানন্দ বসাক।

পেশা ছেড়ে নেশার টানে

রিষড়ার বাসিন্দা প্রীতম দত্তগুপ্ত। সদ্য ডাক্তারির পাঠক্রম সমাপ্ত হয়েছে। কোথায় পেশায় ব্যস্ত হবে তা নয়, ছুটে এসেছে আর এস এসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দেশ সম্পর্কে কী ভাবছেন তা জানতে। নেশার টান এমনই হয়।

ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ নয়, জাতীয় স্বার্থের উপরই গুরুত্ব দিতে হবে : মাধবন নায়ার

কল্যাণী যুব শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন ইসরোর (ISRO) ভূতপূর্ব অধিকর্তা বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ গোপালন মাধবন নায়ার। সেই শিবিরেই একান্তে ধরা দিলেন 'স্বস্তিকা'র ক্যামেরায়। তাঁর মুখোমুখি *অর্ণব নাগ।*

প্রথমেই জানতে চাইব এই শিবিরে এসে কেমন লাগছে?

অ্যামেজিং অ্যাটিটিউড। অবশ্যই খুব ভাল লাগছে। এত বিশাল সংখ্যক যুবক। কিন্তু কী সুশৃঙ্খল! উদ্যোক্তাদের মহৎ প্রচেষ্টা তাতে কোনও সন্দেহ নেই। শিক্ষাবিদ, ক্রীড়াবিদ, সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষ এতে যুক্ত আছেন দেখে খুব ভাল লাগছে।

বর্তমানে দেশের যুবসমাজ সবচেয়ে বেশি যে সমস্যার সম্মুখীন তা হলো তাদের কর্মসংস্থান। আমরা জানি শিল্প তৈরির ব্যাপারে স্বামীজীর নিজস্ব কিছু চিন্তা-ভাবনা ছিল। কিন্তু এর বাস্তবায়ন আজ আদৌ সম্ভব হয়েছে কি?

দেখুন, মূল ব্যাপারটা আমাদের বোঝা দরকার। শিল্প গড়তে গেলে আগে দরকার আপনার বাজারের দর সম্বন্ধে সচেতনতা, প্রতিযোগিতার মানসিকতা ইত্যাদি। এই ব্যাপারগুলো স্বামীজীও কিন্তু জানতেন। এর সঙ্গে জাতীয় গুরুত্বের কথাটাও কিন্তু আমাদের মাথায় রাখা দরকার। কিন্তু কেন্দ্র সরকার এবিষয়ে সঠিক পথে চলছেন বলে মনে হচ্ছে না। সরকারের আরও উদ্যমী হওয়া দরকার। বিশেষ করে যুব-সমাজকে কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করলে দেশের ভবিষ্যত কখনও ভাল হতে পারে না।

সত্যি করে বলুন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প-প্রচেষ্টা আপনাকে খুশি করতে পেরেছে?

আমি এ রাজ্যের ব্যাপারে ততটা ওয়াকিবহাল নই। কেন্দ্রের ব্যাপারে যা মনে হয়েছে তাই বলেছি। তবে সারা দেশের সঙ্গে তাল মেলাতে হবে পশ্চিমবঙ্গ-কেও। বিবেকানন্দও তো এই মাটিরই।

এব্যাপারে শিক্ষার খামতির কথা উল্লেখ করতে চাইবেন? মানে শিল্প গঠনের জন্য শিল্পমুখী যে শিক্ষার প্রয়োজন তা না হয়ে কেরাণী তৈরির শিক্ষাতেই আমাদের এই হাল, এমনটা মনে করেন?

দেখুন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই প্রতিভা আছে। শিক্ষার গুণে সেই প্রতিভা বিকশিত হয়। যদি শিক্ষার সেই গুণ না থাকে যাতে প্রতিভা বিকশিত হয় না, তবে সেই শিক্ষা ভবিষ্যতে কোনও কাজে আসে না। এহেন শিক্ষা একেবারেই কাম্য নয়। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষাকে সম্পূর্ণ দোষারোপ করতে চাই না। এই শিক্ষাতেই তো অনেক প্রতিভাবান মানুষ তৈরি হচ্ছেন। আত্মোন্নতি নয়, সমাজের উন্নতিতেও তাঁদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

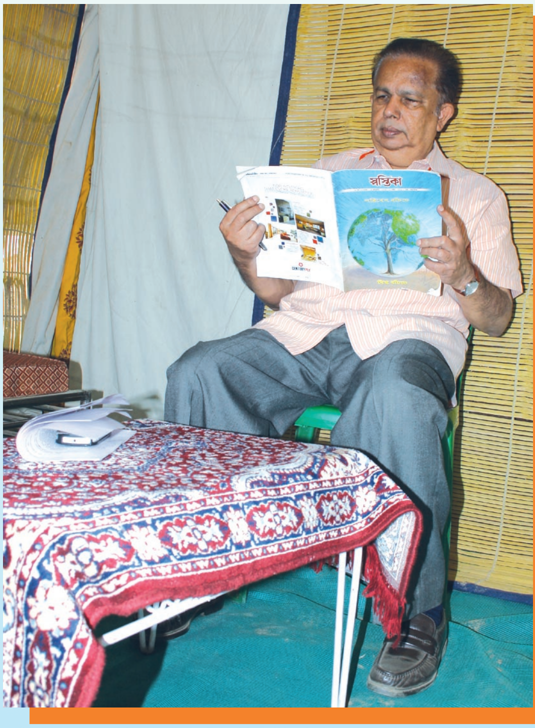

স্বস্তিকা হাতে শ্রীনায়ার

ভারতীয় যুবকদের প্রতি আপনার পরামর্শ?

প্রথমেই বলব, প্রত্যেকের মধ্যে যেমন প্রতিভা রয়েছে তেমনই প্রত্যেকেরই নিজের প্রতিভা বিকাশের বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, তাঁদের কঠোর পরিশ্রমী হওয়া দরকার। কঠোর পরিশ্রম করলেই নিজের কাজের প্রতি দায়বদ্ধ হওয়া যাবে। যুবকরা যেন খেয়াল রাখেন যে সফলতার মূলমন্ত্র এটাই। আর সর্বোপরি বলব, ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থের আগে জাতীয় স্বার্থের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

জাতীয় স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়ার ব্যাপারে প্রথাগত কিংবা প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার কোনও বিশেষ ভূমিকা আছে বলে মনে করেন?

এটা ঠিকই যে আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কার প্রয়োজন। দ্বিতীয় আরেকটা কথা উল্লেখ করতে চাই যে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সনাতনী মূল্যবোধযুক্ত শিক্ষার একান্তই প্রয়োজন। সেইসঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষাও গ্রহণ করতে হবে। এটা প্রথাগত কিংবা প্রথাবহির্ভূত যে কোনও শিক্ষাতেই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

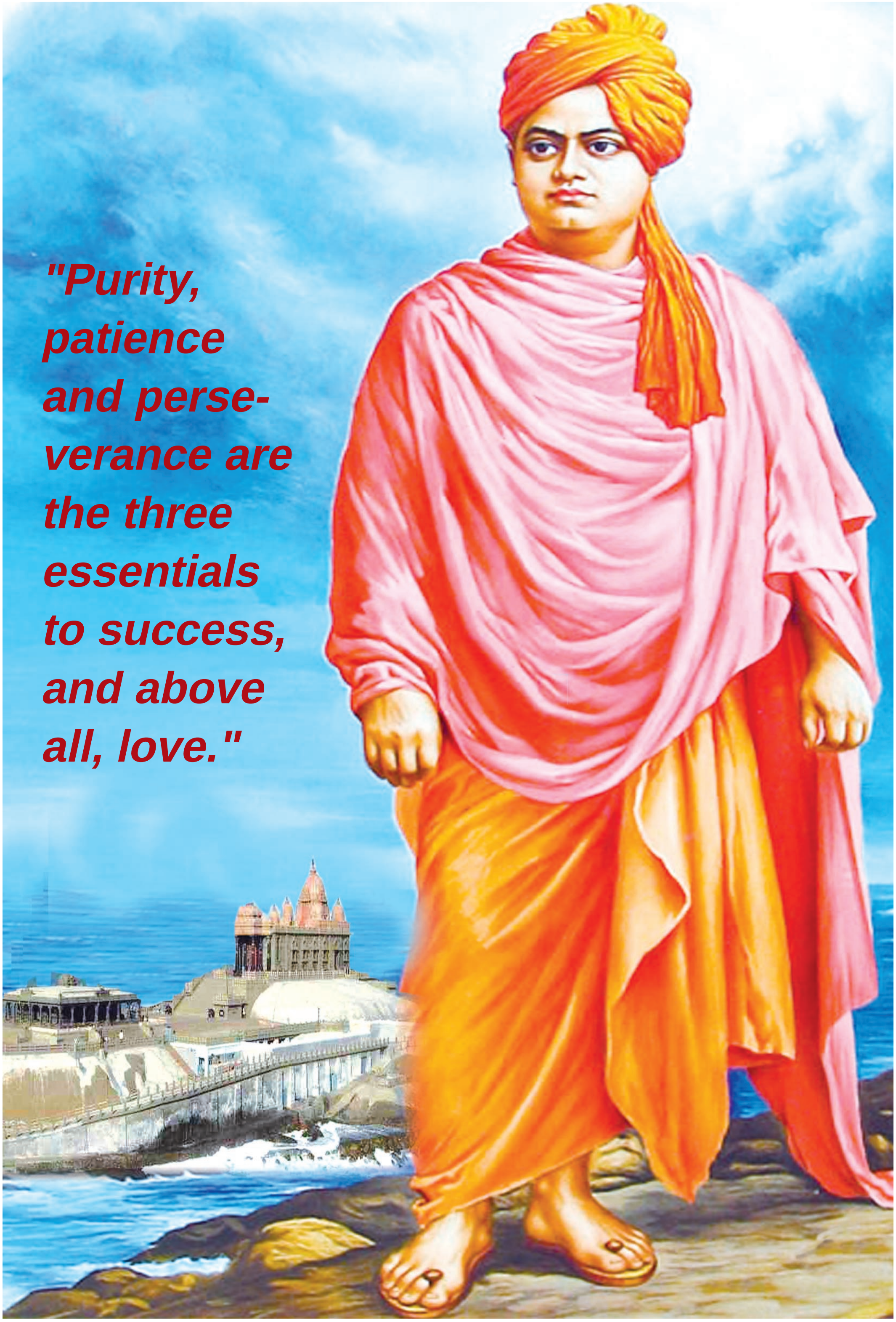

M/s. Garg Associates Private Limited
Regd. Office : D-6, Meerut Road Industrial Area - 3, Ghaziabad - 201 003, (U.P.) India
e-mail : gargasso@vsnl.com, Ph. 0120-2712128/2712039, Fax : 91-120-2712051

শিবির সমাচার : ক্রীড়াবিদদের সংবর্ধনা

বিশ্বজিৎ পালিত

ভগীরথ সামুই

তপন ঘোষ

বিবেকানন্দ যুব শিবিরে বাংলার কয়েকজন বিশিষ্ট যুবক ক্রীড়াবিদকে সংবর্ধনা জানানোর আয়োজন করা হয়েছিল। ১১ জানুয়ারির সকালে স্বামী বিবেকানন্দের ১৫০ তম জন্ম বর্ষপূর্তির বিশেষ অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জানানো হলো ওলিম্পিয়ান রাইফেল স্যুটার ক্যাপ্টেন ভগীরথ সামুই-কে। তিনি রাষ্ট্রপতি পদক ও অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত খেলোয়াড়।

দ্বিতীয়জন হলেন বিশ্বজিত পালিত। এশিয়াডজয়ী ভারতীয় কবাডি একাদশের তিনি অধিনায়ক ছিলেন। ১৯৯৮ সালে অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফুটবলার তপন ঘোষকেও এই অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জানানো হয়। তিনজনকেই কপালে তিলক, গলায় মালা এবং উত্তরীয় দিয়ে শিবিরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কার্যকর্তা তাঁদের সংবর্ধনা জানান।

১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের ১৫১ তম জন্মদিবসের পুণ্যসকালে কল্যাণী যুব শিবির উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা ‘অভীঃ’-র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন শ্রী চন্দ্রপ্রকাশ দ্বিবেদী। এ সম্পর্কে ভূমিকা করেন শিবিরের স্বাগত সমিতির সহ-সম্পাদক শক্তিশেখর দাস। স্মরণিকায় গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর মতো মনীষীদের লেখা যেমন সন্নিবিষ্ট হয়েছে, তেমনি পি পরমেশ্বরণ, কে সূর্যনারায়ণ রাও, আর বালাশঙ্কর, সত্যনারায়ণ মজুমদার, স্বামী মৃগানন্দ মহারাজ প্রমুখ চিন্তাবিদদের পাশাপাশি পুলক নারায়ণ ধর, বন্দিতা ভট্টাচার্য, শিবরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, অসীমকুমার মিত্রের লেখাও প্রকাশ পেয়েছে। স্মরণিকার বিশেষ আকর্ষণ প্রখ্যাত শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বহস্তে লিখিত বিবেকানন্দ-মূল্যায়ন। তুলি-কালিতে সঙ্গত করেছেন শিল্পী রামানন্দ, অসিত পাল, পার্থপ্রতিম দেব, মলয় কর্মকার, অরূপরঞ্জন চ্যাটার্জী প্রমুখ। প্রচ্ছদচিত্র অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংশোধনী

স্বস্তিকা-র ২১.১.১৩-এর (৬৫ বর্ষ, ২২ সংখ্যায়) সম্পাদকীয় ‘বিষাক্ত শিশুমন’-এ ‘সঙ্ঘর সরকার্যবাহ মোহনরাও ভাগবতজী’ এবং ‘সহ-সরকর্যবাহ সুরেশজী’ হিসাবে মুদ্রিত হয়েছে। হবে ‘সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবতজী এবং ‘সরকার্যবাহ সুরেশজী যোশী।’ অনিচ্ছাকৃত এই মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। —**সঃ স্ব।**

এক নজরে বিবেকানন্দ যুব শিবির

— যুব শিবিরে শিবিরার্থীর (যাদের বয়স ১৫ থেকে ৪০ এর মধ্যে) সংখ্যা ছিল ৯১১৫।

--- দক্ষিণবঙ্গের ২১০২টি স্থান থেকে শিবিরার্থীরা এসেছিলেন।

— এইসব গ্রামের মধ্যে ৬৭৯টি গ্রামই নতুন সম্পর্কিত।

— দক্ষিণবঙ্গের সব জেলা, মহকুমা এবং বেশিরভাগ খণ্ড (ব্লক) ও পুরসভা (মিউনিসিপ্যালিটি) থেকে শিবিরার্থীরা এসেছিলেন।

— শিবিরের কয়েকটি দিন কল্যাণীতে ছিল প্রচণ্ড কনকনে ঠাণ্ডা। পারদের মাত্রা ৪-৫ ডিগ্রির মধ্যে উঠানামা করেছে। এইরকম পরিবেশে ১৪৮৯ জন শারীরিক কারণে শিবির শুল্ক জমা দিয়েও আসতে পারেননি।

— শিবিরে ব্যবস্থাপক ছিলেন মোট ১৫৫৩ জন। উল্লেখ্য, কোনও জেলা থেকে ১৫০-এর বেশি প্রবন্ধক বা ব্যবস্থাপক আনা যাবে না বলে নির্দেশ ছিল।

— প্রবাসী কয়েকজন স্বয়ংসেবকদের মধ্যে রয়েছেন উত্তর কোরিয়া থেকে ড. অভিজিত বসু, ইংল্যান্ড থেকে বিক্রম ব্যানার্জি।

— দেশের মধ্যে অন্য রাজ্য থেকে যেমন, অন্ধ্র থেকে এসেছেন দিগবিজয় গিরি, দিল্লী থেকে করুণা প্রকাশ, স্বপন মুখোপাধ্যায়, জম্মু-কাশ্মীর থেকে জয়দেব সিংহ, দক্ষিণ অসম থেকে বলরাম দাস রায় প্রমুখ।

— একদা সঙ্ঘের প্রচারক ছিলেন, বর্তমান সন্ন্যাস জীবনযাপন করছেন, এমন সন্ন্যাসীদের মধ্যে শিবিরে উপস্থিত ছিলেন স্বামী সত্যানন্দ মহারাজ, বিষ্ণুজী মহারাজ, দয়াপ্রকাশজী প্রমুখ।

— এসেছিলেন দিল্লীর বিশিষ্ট শিল্পপতি সূর্যারশ্মির চেয়ারম্যান জয়প্রকাশ আগরওয়াল।

শিবিরের মহা ব্যবস্থা

দশ হাজার যুবক, সেইসঙ্গে ব্যবস্থাপক ও অন্যান্যদের মিলিয়ে তিনদিন থাকার জন্য শিবিরে যে ব্যবস্থা হয়েছিল তা এক কথায় অনবদ্য। এই বিপুল আয়োজনকে সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে সামিল হয়েছিলেন চল্লিশোর্ধ তিন হাজার স্বয়ংসেবক। শিবিরের ব্যবস্থার সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হওয়ার কারণ হলো—বিকেন্দ্রীকরণ। প্রতিটি নগরই (১১টি) ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। এটা ঠিক, সামগ্রিকভাবে শিবিরের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় কার্যালয়, প্রশাসনিক কাজকর্ম, ময়দান পরিকল্পনা, ময়দান, বসতি (তাঁবু) নির্মাণ, বিদ্যুৎ, মাইক, শৌচালয়, জল, ভোজন, কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার, মুদ্রণ, প্রচার, সংবাদমাধ্যম, ছবি তোলা, সুরক্ষা, বুকস্টল, অন্যান্য স্টল, ধ্বজ, ধ্বজসজ্জা, সাজসজ্জা, অতিথি, মঞ্চ, চিকিৎসা, স্বচ্ছতা, স্থানীয় কার্যালয়, সাধু-সন্ত, স্বাগত সমিতি, অধিকারী যাতায়াত, বস্তু ভাণ্ডার, শারীরিক ও বৌদ্ধিক কার্যক্রম, গাড়ি পার্কিং, চটজলদি প্রয়োজন ইত্যাদি বিভাগ তো ছিলই। কিন্তু সাফল্যের রহস্যটি হলো স্বামীজীর গুরুভাইদের নামাঙ্কিত প্রতিটি নগরের পৃথক বিপুল ব্যবস্থা। প্রত্যেকটি নগরের ব্যবস্থায় পৃথকভাবে ছিল শারীরিক, বৌদ্ধিক, কার্যালয়, বসতি, ভোজন, প্রদর্শনী, ঘোষ (বাদ্য) বিভাগ। প্রতিটি বিভাগের জন্য পৃথক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা তো ছিলেনই, সবার উপরে ছিলেন একজন সর্বব্যবস্থা প্রমুখ। আর সমগ্র শিবিরের কন্ট্রোল রুম ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নামাঙ্কিত কেন্দ্রীয় নগর। সমগ্র শিবিরের সর্বব্যবস্থা প্রমুখ ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সহকার্যবাহ শ্রীমন্ত চন্দ্র।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মঞ্চাসীন স্বাগত সমিতির সদস্যবৃন্দ

— ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্তী
— ডাঃ প্রসেনজিৎ সরকার
— নাট্যকার শেখর গাঙ্গুলি
— অভিনেতা তপন গাঙ্গুলি
— সাহিত্যিক রমানাথ রায়
— প্রাক্তন সাংসদ বিক্রম সরকার
— সজ্জন ভজনকা, শিল্পপতি
— সজ্জন বনসল, শিল্পপতি
— নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য
চাটার্ড ইঞ্জিনিয়ার, প্রবাসী ভারতীয়

স্থানাভাবে সকলের নামোল্লেখ করা সম্ভব হলো না বলে দুঃখিত।

Phone : 32617198
Mobile : 8296899101
8420433615

Pijush Kumar Kanodia
Proprietor

SREE SHYAM SWARUP MOTORS
Sale, Purchase of New & Old 4 Wheelers
& Wholeseller of Accessories

MAYUR RESTAURANT
Multi Cuisine Restaurant

MAYUR ELECTRICALS
All kinds of Electrical &
Electronic Items Available

MAYUR SAY WINGS
Readymade Garments, Grocery,
Toys & Gift Items, Mobile Available

B. O. : 304A, Jessore Road, Doltala, Kol-132
H. O. : 575, Gouri Nath Shastri Sarani, Kol-55
B. O. : 207/2, B. T. Road, Kol-36
E-mail : sreeshyamswarup@gmail.com

"এ সনাতন ধর্মের দেশ, এদেশ পড়ে গেছে বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই আবার উঠবে। এমন উঠবে যে জগৎ দেখে অবাক হয়ে যাবে।"

— স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৯/১৩৪)

— সৌজন্যে —

শ্রী সুদর্শন ভকত
সাংসদ,
লহরডাঙ্গা, ঝাড়খণ্ড
সদস্য, স্থায়ী সমিতি -
পেট্রলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস

প্রত্যেকটি বাঙালী বুদ্ধিজীবীর বৈঠকখানার কার্পেটের নিচে কাঙাল হরিনাথের মৃতদেহ, তার উপরে রবীন্দ্রনাথের আবক্ষমূর্তি, ঐ মৃতদেহ উদ্ধার করার দায়িত্ব আপনার! পড়ুন

মহর্ষি হরিনাথ মজুমদার
উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানুষ

দাম : দুশো টাকা

তুহিনা প্রকাশনী
১২ সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭৩
মো : ৯৮৩০৫৩২৮৫৮

শিবাজী গুপ্ত'র কলমে

প্রায় দশ বছর ধরে সাপ্তাহিক স্বস্তিকা'য় প্রকাশিত শিবাজী গুপ্ত'র অম্ল-মধুর-তিক্ত-কষায়-লবণ-কটু রসায়িত রচনাগুলি দুইখণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে—

প্রতি খণ্ড : ১৫০.০০ টাকা

তুহিনা প্রকাশনী
১২/সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ঃ ৭০০ ০৭৩, মো : ৯৮৩০৫৩২৮৫৮

Sri Ramkrishna Engineers Co-op Society Ltd.
Civil & Electrical Work and
Lan & Won Project
Govt. Contractor, Ph. 9230613530
Barasat, Kolkata - 700 124

"বৈদেশিক বিজেতাগণ আসিয়া মন্দিরের পর মন্দির ভাঙ্গিয়াছে— কিন্তু এই অত্যাচার স্রোত যেই একটু বন্ধ হইয়াছে, আবার সেইখানে মন্দিরের চূড়া উঠিয়াছে। অনেক গ্রন্থপাঠে যাহা না শিখিতে পারো, গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরের মতো দাক্ষিণাত্যের অনেক প্রাচীন মন্দির তোমাদিগকে অধিকতর শিক্ষা দিতে পারে, তোমাদের জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি দিতে পারে; লক্ষ্য করিয়া দেখ, ঐ মন্দির শত শত আক্রমণের ও শত শত পুনরুভ্যুদয়ের চিহ্ন ধারণ করিয়া আছে - বার বার নষ্ট হইতেছে; আবার সেই ধ্বংসাবশেষ হইতে উত্থিত হইয়া নতুন জীবন লাভ করিয়া পূর্বেরই মতো অচল অটলভাবে বিরাজ করিতেছে।

সুতরাং এখানেই এই ধর্মেই আমাদের জাতীয় মন, জাতীয় প্রাণপ্রবাহ দেখিতে পাইবে। ধর্ম অনুসরণ কর, তোমরা গৌরবান্বিত হইবে। ধর্ম পরিত্যাগ কর, তোমাদের মৃত্যু নিশ্চয়। এই জাতীয় জীবনপ্রবাহের বিরুদ্ধে যাইতে চেষ্টা করিলে তাহার একমাত্র পরিণাম হইবে 'বিনাশ'।"

(৫/১৮৫, ১৮৬)

সৌজন্যে — জনৈক শুভানুধ্যায়ী

"একটি সঙ্ঘের বিশেষ প্রয়োজন, যা হিন্দুদের পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতে ও ভাল ভাবগুলির আদর করতে শেখাবে।"

— (৭/৬৯)

শঙ্কর দাস

বারাসত, উত্তর ২৪ পরগণা

"আমরা হিন্দুরা এত ঢিমেতেতালা যে, আমাদের কাজ শেষ হতে না হতেই সুযোগ চলে যায়। আর তাতে আমাদের লোকসানই হয়।

— (৭/২৯৬)

সৌজন্যে—

পীযুষ কানোরিয়া

সহ সভাপতি,

উত্তর কলকাতা শহরতলী, বিজেপি

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরাণ নিবোধত

—সৌজন্যে—

তুহিন মণ্ডল

বারাসত,

উঃ ২৪ পরগণা

'গর্বের সঙ্গে বলো আমি হিন্দু'

সৌজন্যে — গুরুনাথ গ্রুপ

বারাসত, উত্তর ২৪ পরগণা

Ad Com Display

Redefining Visual Communication

392, G. T. Road (North)
Salkia, Howrah- 711 106
West Bengal (India)
Dial : 91-33-2675 2101
E-mail : adcomdisplay@yahoo.co.in

With Best Compliments
From -

M/s. Sanjoy Steel Corporation

109, Netaji Subhash Road
6th Floor, Gooyee House
Kolkata - 700 001

বিবেকানন্দ যুব শিবির - ২০১৩-র
অনুবর্তী প্রয়াসের সাফল্য কামনায়

সৌজন্যে—

আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্যের অভিজ্ঞতায়
স্বদেশীর পথে স্বদেশে ফেরা

LEVIN AGRO INDIA LTD.
Swadeshi Chintan, Viswa Niyantran

লেভিন অ্যাগ্রো ইন্ডিয়া লিমিটেড
(স্বদেশী চিন্তন বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ)

লেভিন জৈব কৃষি : সমস্ত গাছ, ফসল,
পশুখাদ্য, হাঁস-মুরগীর খাদ্য ও ওষুধ।

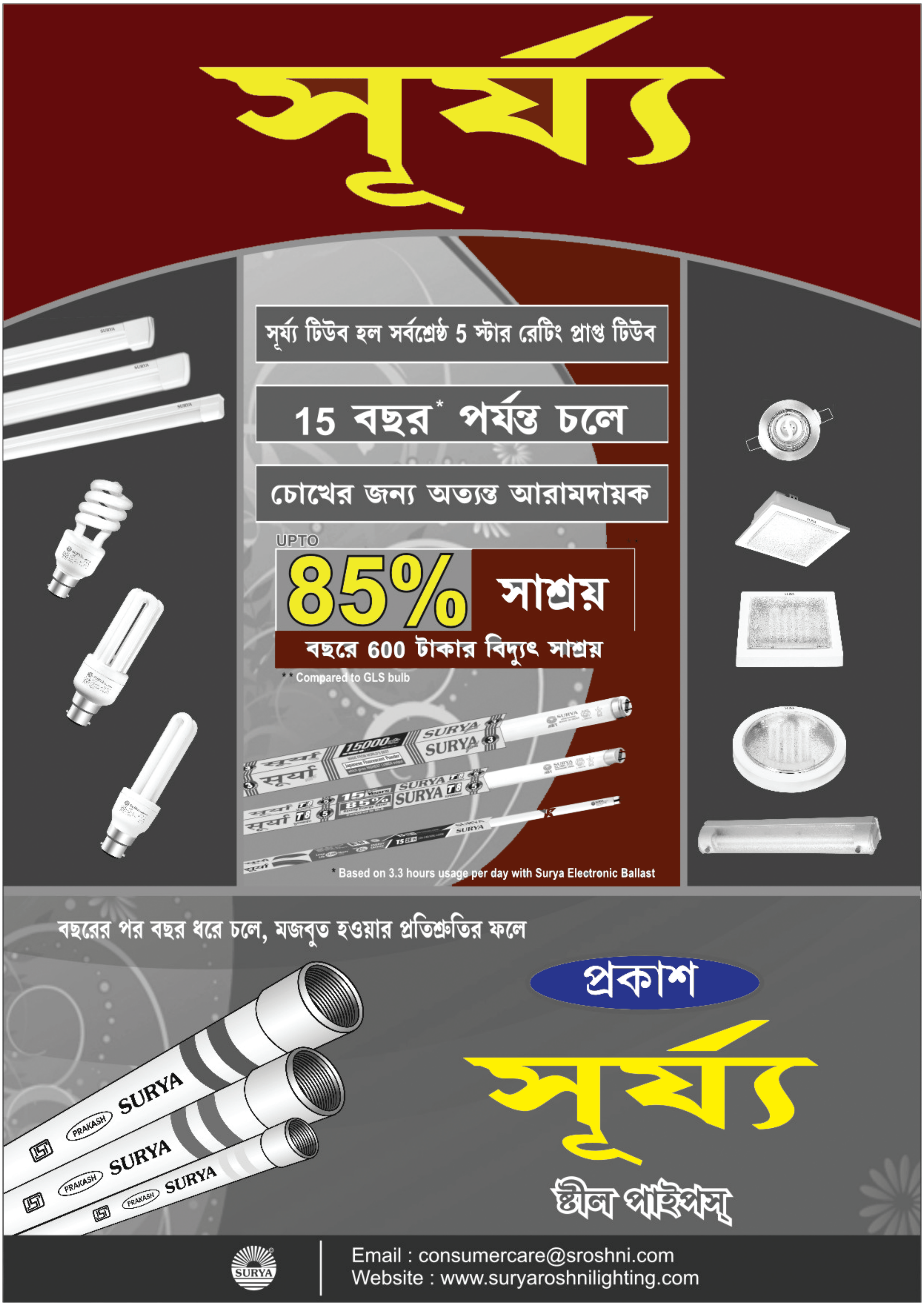
সূর্য্য
সূর্য্য টিউব হল সর্বশ্রেষ্ঠ 5 স্টার রেটিং প্রাপ্ত টিউব
15 বছর* পর্যন্ত চলে
চোখের জন্য অত্যন্ত আরামদায়ক
UPTO
85% সাশ্রয়**
বছরে 600 টাকার বিদ্যুৎ সাশ্রয়
** Compared to GLS bulb
* Based on 3.3 hours usage per day with Surya Electronic Ballast
বছরের পর বছর ধরে চলে, মজবুত হওয়ার প্রতিশ্রুতির ফলে
প্রকাশ
সূর্য্য
ষ্টীল পাইপস্
SURYA
Email : consumercare@sroshni.com
Website : www.suryaroshnilighting.com